অবকাঠামো (অর্থনৈতিক ও সামাজিক) যানবাহন , শিক্ষা ও স্বাস্থ্য,
[Infrastructure (Economic & Social) Transport, Education & Health)

* মোঃ মনোহর আলী,

আমরা জানি যে, বাড়ী ঘর ও দালান কোঠার শক্ত ভিত্তি না হলে বেশী দিন স্থায়ী হয় না। সেরূপ একটি দেশের কিছু প্রয়োজনীয় স্থাপনা ইত্যাদির ভিত্তি বা অবকাঠামো সঠিক না হলে ইহা বেশী দিন থেকে প্রয়োজনীয় ও কাংখিত লক্ষ্যে পৌছানো অসম্ভব হয়। তাই আমরা এ প্রবন্ধে একটি দেশের যানবাহন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের অবকাঠামো সম্বন্ধে এখানে আলোচনায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতের অবস্থানের দিকে আলোকপাত করবো।

যানবাহনের ভূমিকা আর্থ-সামাজিক খাতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সার্বিক দিকে যানবাহন প্রয়োজন। অফিস আদালত, শিল্পখাতে দেশে ও বিদেশে যানবাহনের গুরুত্ব অবহেলা করা যায় না। যেদেশে যানবাহন যতো উন্নত, সে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাত ততো বেশী উন্নয়নগামী হয়।

বাংলাদেশে স্থল, জল ও আকাশপথের গুরুত্ব অনেক বেশী। স্থলপথে আমরা ঠেলাগাড়ী , ভ্যানগাড়ী, রিক্সা, অটোরিক্সা, মটরগাড়ী, বাস, ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহন ব্যবহার দেখি। স্বাধীনতার পরবর্তীতে আমরা এ খাতের যানবাহন বেশী ব্যবহার দেখি। স্বাধীনতার পরবর্তীতে আমরা এখাতের ব্যবহার যথেষ্ট উন্নয়ন দেখিতেছি। স্থলপথে রেলগাড়ীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক রেল ব্যবস্থার জন্য সরকারী পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। কিন্তু উন্নয়নের ক্ষেত্রে কালো বিড়ালের জন্য অনেক বাধা এসে যায়। অন্যান্য যানবাহনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে চাঁদাবাজিকে অন্যতম অন্তরায় মনে হচ্ছে। বাস ও ট্রাকের ভুমিকাকে সুষ্ঠু যানবাহন পরিচালনায় ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়। বন্দরে কন্টেইনার টার্মিনালে দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় বাধার সম্মুখীন হয়। তাই, স্থলপথের যানবাহন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে সকল বাধা চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

স্থলপথের যানবাহনের প্রধান অবকাঠামো হচ্ছে রাস্তা, সড়ক, মহাসড়ক, সেতু ও উড়াল সেতু ইত্যাদি। এগুলোর অবকাঠমো উন্নয়নে যথেষ্ট বিনিয়োগ প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু সেতু ও পদ্মাসেতু নির্মাণের ব্যয় সম্বন্ধে আমরা জানি। ঢাকায় উড়ালসেতু ও মেট্রোরেলের নির্মাণ চলছে। আধুনিক রেলগাড়ীর ব্যবস্থায় সরকার অগ্রসরমান। কিন্তু অবকাঠামো নির্মাণের ব্যয় অভ্যন্তরীন সম্পদ থেকে সম্ভব নয়। কারণ, এক কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের ব্যয় প্রায় কোটি টাকা। সুতরাং বৈদেশিক সহায়তা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ও সুদের হার কম হয়। কিন্তু রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য ইহা সময় সাপেক্ষ হয়ে থাকে। তাই, একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠমো উন্নয়নে যানবাহনের ভুমিকা অতিগুরুত্বপূর্ণ । আমাদের প্রতিবেশী দেশ সমূহের সাথে ট্রানজিট চুক্তি যানবাহনের অবকাঠামো দূর্বলতার জন্য আটকে আছে।

জলপথে যানবাহনের ভূমিকা ও অবকাঠামো উন্নয়ন আর্থ-সামাজিক খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কলাগাছের ভেলা, নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার ও জাহাজ এখাতে আলোচনা আসে। ছোট বেলায় বন্যার সময় এবং এখনো বন্যার সময় কলা গাছের ভেলা দিয়ে যানবাহনের কাজ চলে। সকল জায়গায়, নৌকা পাওয়া যায় না। নৌকায় ভ্রমন এখন সহজসাধ্য হয়েছে। বর্তমানে যাত্রী ও মালপত্র বহনে ইঞ্জিনের নৌকা

ব্যবহার হয়। লঞ্চ, স্টীমার ও জাহাজের অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু নৌপথের অবকাঠামো অতি দূর্বল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদী শাসনে অবকাঠামো উন্নয়ন অতি জরুরী। তাই, জলপথের আর্থ-সামাজিক খাতের অবকাঠমো উন্নয়নে দেশীয় ও বৈদেশীক বিনিয়োগের প্রয়োজন। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের এ দিকে সামলানো রাখা দরকার।

আকাশ পথের যানবাহন ব্যয়বহুল। এই অবকাঠামো উন্নয়নে বাণিজ্যিক হিসাব করা হয়। প্লেন বা বিমান ক্রয়ের চেয়ে বিমানবন্দর হচ্ছে ১ম ধাপ। একটি বিমান বন্দর নির্মানের ব্যয় আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর জন্য জরুরী। আমাদের পুরানা বিমান বন্দর ও নতুন বিমান বন্দর নির্মাণের এবং সংস্কারের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ প্রয়োজন। তাই দেশী বিদেশী বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বাণিজ্যিক ছাড়াও রাষ্ট্রিয় বিমান বহরের অবকাঠামো নির্মানে আর্থ-সামাজিক খাতের গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, রাষ্ট্রিয় আকাশপথে রাষ্ট্রের ইমেজ বৃদ্ধি ও সংকট থাকে। একবার লন্ডনে আমেরিকা থেকে আসার সময় হিথ্রো বিমান বন্দরে বাংলায় বিমানের যাত্রীদেরকে বাংলাদেশ বিমানে আরোহনের ঘোষণা দেয়া হচ্ছিল। আমি বাংলা শব্দ বিদেশে শুনে হতবাক হই। পরে ঘোষণা শুনে আশ্বস্থ হই। তাই আকাশ পথের যানবাহনের অবকাঠামো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু যখন বলাকা ভবনে কর্মকর্তাদের ইউনিয়ন কর্তৃক ঘেরাও ও অবরুদ্ধ রাখা হয়, তখন ইহার উন্নয়নের জন্য আশংকা হয়। ইহা অতি দ্রুত সামলাতে হবে।

অতএব, যানবাহনের অবকাঠামো উন্নয়নে জরুরী পদক্ষেপ প্রয়োজন। কারণ, বর্তমানে ঢাকা শহরের অন্যান্য সমস্যাসহ রাস্তাঘাটের যে করুন অবস্থা, ইহার সমস্যায় আর্থ-সামাজিক খাতের উন্নয়নের বাধা হবে। তাই, মানুষ চালিত রিক্সা বন্ধ করে , ব্যাটারী চালিত রিক্সা বন্ধ না করে চলাচলের অনুমতি দেয়া প্রয়োজন। কারন, মানুষ চালিত রিক্সায় ঢাকায় অবাধে চলাচল করে। সুতরাং , মানুষ চালিত যানবাহনের স্থলে ইঞ্চিন চালিত যানবাহনের সম্প্রসারণ জরুরী।

ডঃ অমর্ত্য সেন বলেছেন যে, শিক্ষা ব্যতিত একটি জাতীর উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই শিক্ষাই জাতীর মেরুদন্ড গণ্য করে ইহার অবকাঠামো তৈরি জরুরী প্রয়োজন। শুধু শহরে কিছু স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করে উন্নয়ন সম্ভব নয়। জিপিএর হার বৃদ্ধি করে শিক্ষার অবকাঠামো ও গুনগত মান বৃদ্ধি সম্ভব নয়। স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো তৈরি এক দিনে দ্রুত সম্ভব নয়। তাই, বিদ্যমান অবকাঠামোতে ২/৩ শিফটে শিক্ষাক্রম চালাতে হবে। এ ছাড়া মসজিদ, মন্দির ও মাদ্রাসার অবকাঠামো ব্যবহার করা যায়। প্রথমে শিক্ষক নির্বাচনে গুনগত দিক বিবেচনা প্রয়োজন। কারণ, প্রচলিত আছে যে, যার নাই কোন গতি সেজন করে মাষ্টারী। ইহা স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রযোজ্য। আমরা শিক্ষাঙ্গনে ১৯৬৫ সাল থেকে ইহা দেখেছি। ভালো শিক্ষকরা সরকরী উচ্চপদে চাকুরীর জন্য পাগল। এ ভাবে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় মেধাহীন হয়। তাই, শিক্ষাকতা জাতীয় নীতিমালা ১ম স্থান দিয়ে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষকতাকে ১ম শ্রেণীর মর্য্যাদাসহ বেতন ও অন্যান্য সুবিধা দেয়া প্রয়োজন। কারণ, বিদেশে শিক্ষার মান ও গুন বৃদ্ধির জন্যে স্কুলে মাষ্টার্স ডিগ্রীধারী ও কলেজে ডক্টরেট শিক্ষক নেয়া হয়। সকল সুবিধা দিয়ে ১ম শ্রেণীর মর্য্যাদায় উন্নতি করার ফলে বিদেশে শিক্ষকের মূল্য বেশী। এ জন্য আমাদের আমলারা বিদেশে গিয়ে ডক্টরেট উপাধি নিয়ে শিক্ষাগতা করেন।

শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথমেই অবকাঠামো তৈরীতে স্থাপনার প্রতি আকর্ষণ জরুরী। ছোট বেলায় দেখিয়াছি বড় লোকদের গ্রামের ঘরে সাময়িক স্কুল ছিল। পরবর্তীতে গ্রামের লোকজনের সাহায্যে অস্থায়ী স্কুল-মাদ্াসা হয়েছে। স্বাধীনতার পরে ইহার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। কিন্তু কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা অনেক পিছনে। এখনও পত্রিকায় গাছতলায় শিক্ষাদান দেখা যায়। এ ব্যাপারে বেসরকারী ভুমিকা

অগ্রগন্য। ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে বিদ্যমান অনেক স্কুল, কলেজ এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাই, শিক্ষা খাতের অবকাঠামো তৈরি ছাড়া একটি জাতীয় উন্নতি সুদুরপরহত।

শিক্ষাখাতের উন্নতির জন্য শিক্ষাকরাই প্রথমে দায়ী। কারণ অধিকাংশ শিক্ষকরা ব্যবসায়ী মনোভাব। কারণ, সহপাঠীরা সরকারী চাকুরী করে আংগুল ফুলে কলাগাছ। তাই, প্রতিযোগিতায় শিক্ষকরা পাগল। প্রকৃত শিক্ষকের গুন অধিকাংশের মধ্যে নাই। কিন্তু এমনও শিক্ষক আছেন যারা আমেরিকা থেকে দেশে এসে নিজ গুনের শিক্ষকতার পরিচয় দিচ্ছেন।

বর্তমানে কোচিং নামের বাণিজ্য শিক্ষখাতে ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি করেছে। এর একমাত্র কারণ শিক্ষকতা করে তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই, রাজনীতি করে সাদা, কালো , হলুদ ও লাল ইত্যাদি নাম ধারণ করে ক্ষমতা দখলে পাগল। প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নানা রকম কেলেংকারী চলছে। এ ব্যাপারে একজন শিক্ষকের সাথে আলাপ কালে জানা যায় যে, তিনি ১৯৮৭ সালের প্রার্থী হয়ে ১৯৯০ সালে মাস্টার্স পাস করেন। আমি বললাম আমরা ১৯৬৯ সালে মাস্টার্স পাস করি। তখন কোন সেশন জট ছিল না। কারণ, শিক্ষকরা রাজনীতির বাহিরে ছিলেন। উনি বললেন যে, আপনারা স্বর্নযুগে ছিলেন। আমি তাহাকে বলিনি যে, এখন আপনারা কি রোপ্য , পার হয়ে তাম্র অথবা লৌহ যুগেই আছেন । শিক্ষকরা ইচ্ছে করলে ছাত্রকে ক্লাসে বিষয় বুঝিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু কোচিং এর জন্য বাধ্য করা না হলে বাণিজ্য চলবে না। এ ব্যাপারে একজন বিশিষ্ট আমলা সচিব বলেন যে, আমরা গ্রামে লেখাপড়া করে বড় হয়েছি এবং ভালো চাকুরী করেছি। কিন্তু এখন কোচিং নামের ব্যবসা কি জন্য করে শিক্ষাখাতকে ডুবানো হচ্ছে এর কারণ বুঝি না। তাই, ছাত্ররা শিক্ষককে পিস্তলের গুলি দিয়ে শিক্ষা দেয়।

অতএব, শিক্ষাখাতকে প্রথমে অগ্রাধিকার, জাতীয় পর্যায় দিয়ে ইহার অবকাঠামো ঠিক করতে হবে। কারণ, একজন মুর্খ বন্ধুর চেয়ে একজন শিক্ষিত শত্রু ভাল। তাই, একজন লেখক বলেছিলেন যে, আমাকে একজন শিক্ষিত মা দেও, আমি তোমাকে একটা শিক্ষিত দেশ দেবো। এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিই যথেষ্ট নয়। শিক্ষিত সাধারণকে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে।

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। এই প্রবাদ বাক্য সর্বত্রই প্রযোজ্য। স্বাস্থ্য ভালো না হলে কোন কাজই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে একজন লোকের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বাস্থ্য সচেতন থাকা প্রয়োজন। তাই এ ব্যাপারে ব্যাপক অবকাঠামো সমস্যা জানা থাকা জরুরী।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার অভাবে অধিক পুত্র সন্তানের আশায় বেশী সন্তান জন্মায়। মায়ের স্বাস্থ্য সচেতন না থাকায় শিশু মৃত্যুর হার বেশী হয়। তাই, শিশু মৃত্যু ও মায়ের মৃত্যু দেখা যায়। এ ছাড়া অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয়। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে স্বাস্থ্য অবকাঠামো সমস্যা ভরপুর।

ছোট বেলা দেখিছি যে গ্রামে কবিরাজের ঔষধ রোগের কাজের জন্য প্রচলিত ছিল। ডিপ্লোমা ধারী ডাক্তার বোতলে পানির মতো তরল ঔষধ দাগ কেটে দেওয়া হতো। টীকা ও ইনজেকশান প্রচলিত ছিল। ডিগ্রীধারী ডাক্তার না থাকায় কলেরা , মহামারী ও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী ছিল। মহামারী ও কলেরা দেখা দিলে গ্রামে দল বেঁধে লোক কলেমা ও জিকির এবং আজান দিয়ে ধর্মের কাজ করতো। রোগী মারা গেলে থানা থেকে তামাদি ঔষধ প্রয়োগ করা হতো।

বর্তমানে স্বাস্থ্ খাতের অবকাঠামো অনেক উন্নতি হচ্ছে। উপজেলায় স্বাস্থ্য অবকাঠামোর অনেক উন্নতি হচ্ছে। উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তৈরী করে হাসপাতাল ও ডাক্তার দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে দালান আছে। কিন্তু ডাক্তার নাই। রোগী আসলে ঔষধ নাই। এর ফলে রোগীরা হতাশ। এ ছাড়া শহর থেকে ডাক্তার গ্রামে যেতে নারাজ। এই অসুবিধার জন্য স্বাস্থ্য খাতের মুল অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হচ্ছে।

গ্রাম থেকে শহরে এসে চিকিৎসা ব্যয়বহুল। সরকারী হাসপাতালে ডাক্তার রোগীকে প্রাইভেট হাসপাতালে রেফার করেন। অসুখের নামে নানা রকম টেষ্ট করাতে রোগী পাগল। শেষ পর্যায়ে সার্জারী করে টাকা আদায় করা হয়। গর্ভবতীদের প্রায়ই সার্জারী করতে বলা হয়। তাই, মানুষ এখন ডাক্তার আতংকে আছে।

স্বাস্থ্য খাতের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো খাত আমাদের দেশে খুবই দুর্বল করে রাখা হয়েছে। রাষ্ট্র প্রধান অথবা সরকার প্রধানসহ উর্ধতন কর্মকর্তাসহ রাজনৈতিক ও বড় ব্যবসায়ী ইত্যাদি দলের ব্যক্তিবর্গের দেশের চিকিৎসার উপর আস্থা নাই। তাই প্রায়ই পত্রিকায় চিকিৎসার্থে বিদেশ যাওয়ার খবর দেখা যায়। অথচ সমান ডিগ্রীধারী বিদেশে চিকিৎসা করেন। আমার জানামতে একজন কর্মকর্তা মাদ্রাজে চক্ষু চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। সেখানকার ডাক্তার বলেছেন যে আপনার দেশের চোখের বিশেষজ্ঞ ডাঃ হারুনকে দেখান। উনি না পারিলে আমার কাছে আসবেন। কারণ, আমরা একসাথে লেখাপড়া করেছি। এভাবে আমাকে আমেরিকায় চোখের ডাক্তার বলেছেন। সেখানে দুইজন ডাক্তার চোখ পরীক্ষা করেন।

আমাদের স্বাস্থ্য অবকঠামো উন্নয়নে সরকারী ও বেসরকারী খাত সচেতন দেখা যায়। কিন্তু বেসরকারী খাত বাণিজ্যমুখী। এর ফলে স্বাস্থ্যখাত ব্যয়বহুল হয়েছে। এখাতে বিনিয়োগ ব্যয়বহুল। তাই, যৌথ অবকাঠামো ও স্থাপনা বিনিয়োগ বিদেশী পূঁজি প্রয়োজন। কারণ, বিদেশী বিনিয়োগ বেশী পূঁজিকম সুদে পাওয়া যায়।

অতএব, একটী দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন (আর্থ-সামাজিক) যানবাহন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নতি অতি জরুরী । ৭ কোটি লোক এখন ১৬ কোটি। এ সংখ্যা গাণিতিক উন্নয়নের চেয়ে জ্যামিতিক হারে সমস্যা সৃষ্টি করছে। রাজনীতে লোকসংখ্যার অনুপাতে আবাসন, যানবাহন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত এখন ঝুঁকির মধ্যে যাচ্ছে। সরকারীভাবে এ সমস্যা সমাধানে সীমাবদ্ধতা আছে। তাই, বিকেন্দ্রীকরণ জরুরী। রাজধানী মুখী থেকে শহর ও গ্রাম মুখী উন্নয়ন প্রয়োজন। কিন্তু অবকাঠামো নিমার্ণ ব্যয় বহুল। এ ব্যাপারে পদ্মাসেতু নির্মাণে আমরা বিলম্বিত হচ্ছি। তাই, বিদেশ নির্ভরতা ছাড়া বিকল্প নাই। সুতরাং ব্যয়বহুল অবকাঠামো নির্মাণে আমরা স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ আশা করি। তবে একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ জরুরী

বিদেশে অবস্থানকারী একজন লেখক বলেছেন, যে তিনি আমেরিকার হাওয়াই যাচ্ছিলেন ভ্রমনের উদ্দেশ্যে। হাওয়াই দ্বীপ একসময় খুবই অবহেলিত ছিল। কিন্তু আমেরিকার সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে এখন খুবই উন্নত এলাকা। তাই, উন্নত দেশের সাথে আমরা অবকাঠামো উন্নয়নের সহযোগী হলে ক্ষতি কী?

* লেখক সাবেক কর কমিশনার , ঢাকা।